পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (২য় পর্যায়)

[Installation of Solar Photovoltaic System (SPVS) for Supply of electricity in remote areas of CHTs Region (2nd Phase)]

শীর্ষক

চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (Terms of References)

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি **(ToR):**

প্রকল্পের শিরোনাম	:	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (২য় পর্যায়) [Installation of Solar Photovoltaic System (SPVS) for Supply of electricity in remote areas of CHTs Region (2nd Phase)]
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ)	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৩
প্রকল্প এলাকা	:	চট্টগ্রাম বিভাগের রাঙ্গামাটি জেলার ১০ টি উপজেলা, বান্দরবন জেলার ০৭ টি উপজেলা এবং খাগড়াছড়ি জেলার ০৯ টি উপজেলা।

বছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়: **(লক্ষ টাকায়)**

অর্থ বছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	সংস্থার নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট (বৈদেশিক মুদ্রা)
১.	২.	৩.	৪.	৫.
২০২০-২১	৯৫৮৯.০০	-	-	৯৫৮৯.০০
২০২১-২২	৯৪৪৯.০০	-	-	৯৪৪৯.০০
২০২২-২৩	২৭৩৩.০০	-	-	২৭৩৩.০০
মোট	২১৭৭১.০০	-	-	২১৭৭১.০০

অর্থায়নের ধরণ ও উৎস: প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করার জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে দারিদ্র কমানোর লক্ষ্যে নিধারণ করেছে। স্থিতিশীল ও নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহ দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে যা দারিদ্র কমাতে পারে। এ জন্য সরকার স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং পরিবেশ সুরক্ষা করার জন্য "পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান (PSMP) ২০১৬" প্রণয়ন করেছে। আলোচ্য প্রকল্পটি বিদ্যুৎ খাতে সরকারের লক্ষ্য "২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য সাশ্রয় ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ" এর চাহিদা পূরণের জন্য নেওয়া একটি পদক্ষেপ।

রাঙ্গামটি, বান্দরবন এবং খাগড়াছড়ি এই তিন পাবর্তত্য জেলা নিয়ে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মোট আয়তন ১৩,২৯৫ বর্গকিলোমিটার। খাড়া পাহাড় এবং সরু উপত্যকা সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় উক্ত এলাকাসমূহ অত্যন্ত দুর্গম। উক্ত অঞ্চলসমূহের তিন চর্তুথাংশ জায়গা জুড়ে বিস্তীর্ণ বনভূমি, পর্বতমালা এবং উপত্যকা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তনের মধ্যে ৫ শতাংশ চাষ উপযোগী সমতলভূমি রয়েছে। এখানকার চিরচরিত্র কৃষিজ অর্থনীতি জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। পাহাড়ি ভূখন্ড হওয়ায় এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গম এবং সময়সাপেক্ষ। এ কারণে দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দুর্গম এলাকাগুলো এখনও আধুনিকীকরণ হতে পিছিয়ে আছে। বর্তমানে মানুষের মৌলিক চহিদা পূরণের জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য্।কিন্তু তিন পার্বত্য জেলার অনেক স্থানই দূর্গম পাহাড়ি ভূখন্ড হওয়ায় এখানে জাতীয় গ্রীড সংযোগ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। একারণে এসব এলাকায় বিদ্যুতায়ন করার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো গ্রীড বর্হিভূত সোলার ফটোভোল্টাইক হোম ও কমিউনিটি সিস্টেম, যা বিশ্বস্ত, পরিচ্ছন্ন এবং পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশে ২০০৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর নবায়নযোগ্য শক্তি নীতি অনুমোদিত হয়। বিষয়গুলি বিবেচনা করতঃ বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে উক্ত প্রকল্পটি গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। উল্লেখ্য দুর্গম পাহাড়ে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বেশীর ভাগই জুম চাষ এর উপর নির্ভরশীল এবং আর্থিক ভাবে খুবই অসচ্ছল। তাই স্রেডা কর্তৃক গঠিত কমিটি সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবাযনের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে চলমান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প এবং টিআর/কাবিটা কর্মসূচির ন্যায় এসব এলাকায় স্থাপিতব্য সোলার হোম/কমিউনিটি সিস্টেম সমূহ বিনামূল্যে স্বত্তাধিকার মর্যাদায় দেয়ার সুপারিশ করে।

"পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ (পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড-এর প্রকল্প)" জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সদ্য সমাপ্ত প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ১৯.১ নং সুপারিশে দুর্গম পার্বত্য এলাকার সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার জন্য সুপারিশ করে যার পরিপ্রেক্ষিতে "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সরবরাহ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ১৪.০৭.২০২০ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.৭৪ % এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৬.৭১%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) পার্বত্য জেলার যে সবক প্রত্যন্ত আগামী ২০-২৫ বছরের মধ্যে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা সম্ভব নয়, সোলার ফটোভোল্টাইক সেস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে সেসব এলাকা বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা।

খ) পার্বত্য এলাকায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিনামূল্যে সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ।

গ) অত্র অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় স্থাপিত পাড়া ভিত্তিক পাড়াকেন্দ্র/কমিউনিটি সেন্টার/হোস্টেল/অনাথ আশ্রম/ এতিমখানা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহকরণ।

ঘ) নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি।

প্রকল্পের কার্যাবলী :

- ৪০০০০ সেট সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ ও স্থাপন;
- ২৫০০ সেট সোলার কমিউনিটি সিস্টেম বিতরণ ও স্থাপন।

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবে;

(১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(২) প্রকল্পের অর্থবছর-ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছর-ভিত্তিক বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(৩) প্রকল্প এলাকার ২৬টি উপজেলার মধ্যে প্রতিটি জেলার কমপক্ষে ৪টি করে উপজেলা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে;

(৫) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং লগ-ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৬) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/ হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৭) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৮) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BoQ/ToR গুণগতমান পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৯) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য,কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনার মান ও প্রকল্পের মেয়াদ, ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১০) প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১১) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

(১২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT analysis করা;

(১৩) প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের **IRR, NPV, BCR** অর্জনের কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে;

(১৪) এসডিজি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে প্রকল্পটি কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে/পারবে তার একটি পর্যালোচনা ;

(১৫) সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

(১৬) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি: (১) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা; (২) মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ; (৩) Focus Group Discussion (FGD), KII এবং কেস স্টাডি করা; (৪) বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ করা; (৫) স্থানীয় পর্যায়ে ও জাতীয় কর্মশালায় আয়োজন করা; এবং (৬) সকল মতামত সন্নিবেশপূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

(১৭) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা, তত্বাবধায়ক কমিটির সভা আলোচনা, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১৮) এ অর্থবছরের জন্য নির্বাচিতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সব FDG, KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন তার একটি ভিডিও (নূন্যতম ৩০ মিনিটের) প্রমানক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডি'তে দাখিল করতে হবে;

(১৯) প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (ইন্টারনাল অডিট, এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপত্তি/নিস্পত্তি সংক্রান্ত);

(১৯) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

২। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকদের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র: নং	ফার্ম ও পরামর্শক	যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১।	ফার্ম (পরামর্শক প্রতিষ্ঠান)	বিধিবদ্ধ ফার্ম হতে হবে; পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধন থাকতে হবে।	➤গবেষণা অথবা প্রকল্পের মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ৩(তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ➤ মাঠ পর্যায়ে ডাটা সংগ্রহ, ডাটা প্রক্রিয়াকরণ ও রিপোর্ট প্রণয়ন এ অভিজ্ঞতা; ➤ পর্যাপ্ত জনবল ও প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী থাকতে হবে।
২।	ক) টিম লিডার (১ জন)	(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। (নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি/অভিজ্ঞতা/ প্রশিক্ষণ থাকতে হবে)	➤ প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; ➤ এ সম্পর্কিত কাজের কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ➤ টিম লিডার হিসেবে নূন্যতম ২টি নিবিড় পরিবীক্ষণ/প্রভাব মূল্যায়ন কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ➤ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা(পিপিএ-২০০৬/পিপিআর-২০০৮অনুসরণপূর্বক কার্যসম্পাদনে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ➤ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষতা থাকবে হবে; ➤Microsoft Office এবং Statistical Software পরিচালনায় দক্ষ থাকতে হবে।
	খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার (১ জন)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি; (নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি/অভিজ্ঞতা/ প্রশিক্ষণ থাকলে অগ্রাধিকার দেয়া হবে)	➤ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম ০৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; ➤ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
	গ) আর্থ সামাজিক বিশেষজ্ঞ (১ জন)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/সমাজকর্ম/	➤ আর্থ সামাজিক/প্রভাব মূল্যায়ন/ নিবিড় পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;

		সমাজকল্যাণ/ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিধারী; স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে;	
	ঘ) তথ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ (১ জন)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	➤ সমীক্ষা/গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং বিশ্লেষণে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; ➤ Statistical Software পরিচালনায় দক্ষতা।
	বি:দ্র: আইএমইডি'র ১২ অক্টোবর, ২০২২ তারিখের ০৭ নং পরিপত্রের ৫.৩-এর নির্দেশনা অনুযায়ী সমীক্ষায় নিয়োজিতব্য পরামর্শক/ পরামর্শক দলের সদস্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে কাজ সম্পাদনের উপযুক্ত হতে হবে।		

৩। নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দাখিল করতে হবে:

ক্র: নং	প্রতিবেদনের নাম	সময়কাল	সংখ্যা
ক।	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (ইনসেপশন রিপোর্ট) (টেকনিক্যাল/তত্ত্বাবধান) সভা	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	৪০ কপি
খ।	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল/ তত্ত্বাবধান) সভা	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	৪০ কপি
গ।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডিসেমিনেশন কর্মশালার)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	৭৫ কপি
ঘ।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ৪০ ও ইংরেজি ২০)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	৬০ কপি

- **সকল প্রতিবেদন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode Based Font হতে হবে।**

৪। সেবা ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক প্রদেয়:

ক) প্রকল্প দলিল এ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (ডিপিপি/আরডিপিপি) এবং

খ) বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।